নৌকা সেঁচে দিল, বৈঠাখানা নিল'
পাগল উঠিল নায়।
ঠাকুর দেখিতে, নৌকা বেয়ে যেতে'
রায়চাঁদ সাথে যায়।।
তরণী বাহিছে, বেগে চালা'য়েছে,
বিক্রমশালী বিশাল।
'যাও যাও' বলে, 'বাও বাও' বলে,
পাগল সেঁচিছে জল।।
'জোর খোচ্ দেও, জোরে বাও নাও,
যদি দেহ জোর ছেড়ে।
জোর দিলে কম, আমি তোর যম,
মুণ্ড ফেলাইব ছিঁড়ে।।
মরি কিম্বা বাঁচি, আছি কিনা আছি,
না জানিয়া মানি এত।
যা হও তা হও, নৌকা বেয়ে যাও,
এ নাও চালাও দ্রুত।।
যত বাহে নাও, তত বলে বাও,
বিলম্ব নাহিক সহে।'
রায়চাঁদ বাহে, যত শক্তি দেহে,
কাল ঘর্ম দেহে বহে।।
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, ঘন ঘন শ্বাস,
মরণ প্রশ্বাস প্রায়।
ডা'ন হাতে জল, ফেলেছে পাগল,
বাম হাতে নাও বায়।।
ডালির উপরে, বক্ষঃ রাখি জোরে,
বাম হাত জলে দিয়া।
জল টানি' টানি', চলিল অমনি,
যায় তরণী বাহিয়া।।
অর্দ্ধপথে গিয়া, পড়িল শুইয়া,
বরে 'একা বেয়ে চল।
নৌকা চালাবি, এমতে বাহিবি,
নৌকায় না উঠে জল।।'

রায়চাঁদ জোরে, বাহে বেগভরে,
নৌকায় না ওঠে বারি।
উতরিলা শিঙ্গা, পাগলের ডিঙ্গা,
অকূলে তরিল তরী।।
ঠাকুরকে দেখি, নৌকা ঘাটে রাখি,
দৌড় দিয়া চলে যায়।
প্রভু হরিচাঁদে, হেরি মনোসাধে,
অমনি পদে লোটায়।।
রহে দণ্ডচারি, ঠাকুরে নেহারি,
ঠাকুর জিজ্ঞাসা করে।
'আমারে দেখিলে, এলে কিনা এলে,
যুধিষ্ঠির রঙ্গ ঘরে।।'
কহিছে গোলোক হইয়া পুলক,
'ত্রিলোক পালক হরি!
যথা তথা রহ, নাহিক সন্দেহ,
উৎসাহে শ্রীপদে হেরি।।
আপনি সবার, জীবন আঁধার,
যান সবাকার ঠাঁই।
আসি পুলকেতে, আপনা দেখিতে,
এ বাড়ীতে আসি নাই।।'
কহিল যখন, ঠাকুর তখন,
ক্রোধে রক্তজবা চক্ষু।
'এত বড় হ'লি, এ বাড়ী না এলি,
কি কহিলি ওরে মূর্খ।।
ছিলেন বসিয়া, ঠাকুর রুষিয়া,
দুরন্ত রাগের সাথ।
ঠাকুর তখনে, গোলোক বদনে,
মারিল চপেটাঘাত।।
তখনে গোলোক,' অন্তরে পুলক,
বাহিরে পাবক প্রায়।
এক লম্ফ দিয়া, ঠাকুরে লঙ্ঘিয়া,
ঘরের বাহিরে যায়।।